তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির
তেজকুনিপাড়া (খেলাঘর মাঠ সংলগ্ন), তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ কার্যবিবরণী

জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ শুক্রবার, তেজকুনিপাড়া মডেল হাই স্কুল প্রাঙ্গনে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা নিতাই চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক।

শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন বাবু শিশির রঞ্জন দাস। এরপর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

স্বাগত বক্তবে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ কুমার সাহা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছরের পথচলার নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং এ কাজে সহযোগিতার জন্য মন্দির সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি অত্র এলাকায় বৃহত পরিসরে স্বপ্নের নান্দনিক মন্দির প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে দেন।

তিনি আরও বলেন, সকলের অধম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে নানা প্রতিকুলতা পেরিয়ে আজকের আমাদের এই মন্দিরের অবস্থান। ২০১৭ থেকে আজ পর্যন্ত তিন তিনবার মন্দিরের জায়গা বদল করতে হয়েছে। এতে অর্থের পাশাপাশি নানা মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের কারণে মন্দিরের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সেনাবাহিনির ২৪ ব্যাটেলিয়ন প্রধান আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী মামলা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানার হুমকী প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মায়ের কৃপায় এবং সকলের সহযোগিতায় আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করে অস্থায়ীভাবে বর্তমান মন্দিরের অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছি। এ মন্দির সম্প্রসারণের জন্য আমরা এখনও জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে করে ভক্তবৃন্দ বড় পরিসরে মায়ের পূজা অর্চনা করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দীর্ঘ ৯ বছরের সফলতা ও ব্যর্থতার বর্ণনা দেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন নি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়ায় একটি মহল নানাভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে এবং গ্রুপিং শুরু করেন। গঠনতন্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। এতে করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়।

তিনি বলেন, এতসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের অর্জন কম নয়। সমাজের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের এ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত করতে পেরেছি। তিনবার মন্দির স্থানান্তর করা হলেও বর্তমানে আমাদের দুটি ব্যাংকে সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা এবং মন্দিরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিরও বর্ণনা দেন। আমি প্রথম থেকেই মনে করেছি দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সুশীল সমাজের মেধামননের বিকাশ ঘটবে। মন্দিরের পরিচিতি বৃদ্ধি করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলতে পারছি যে, প্রতিবছর আমাদের প্রকাশিত স্মরণিকা **‘অপরাজিতা’** জাতীয় মন্দির কর্তৃক পুরস্কৃত হয়ে আসছে।

দুর্গা পূজা উপলক্ষে এ মন্দির স্থাপিত হলেও, এখানে কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজাসহ নানাবিধ ধর্মীয় পূজা অর্চনা হয়ে আসছে। প্রতি শুক্রবার সকালে গীতা থেকে পাঠ এবং প্রতি শনিবার শনিদেবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অতিসম্প্রতি এ মন্দিরে মহা আরম্ভরে অন্নকূট পূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যে মন্দিরের ভক্তদের নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছি, আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে সিলেটের তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শন করার। মন্দিরের জন্য বর্ধিত জায়গা পাওয়া সাপেক্ষে মন্দির সংলগ্ন অংশে প্রথমেই একটি অফিস কক্ষ, পুরোহিত এবং মন্দিরের স্টাফদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে। মন্দিরের তথ্যসম্বলিত একটি ওয়েব সাইট তৈরি করা হবে। যার নাম হবে **www.tssup.com** যেখানে মন্দির সম্পর্কে

বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত ব্যাংকের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বর্তমান সভাপতির নিকট হস্তান্তর করেন।

পরিশেষে তিনি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, তেজকুনিপাড়া এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তেজগাঁও মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ, খেলাঘর মাঠের কর্তৃপক্ষসহ মন্দিরের সকল ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান।

এরপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ প্রধান অতিথি ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকসহ আগত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। (সংযুক্তি-২)

অর্থ সম্পাদক ঝন্টু চন্দ্র সাহা সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং মন্দিরে রক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ পেশ করেন। (সংযুক্তি-৩)

গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটির সদস্য সচিব প্রকাশ কুমার দাস সংশোধিত ও পরিমার্জিত গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে উপস্থাপিত উল্লিখিত বিষয়সমূহ অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়। (সংযুক্তি-৪)

অনুষ্ঠানে মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ধ্রুব কুমার লস্কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক প্রতিবেদন পেশ করেন, সে সংগঠনের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে না। একই সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর হালদার শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টাগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক জীবনকৃষ্ণ মোদক, প্রকৌশলী সঞ্জিত কুমার ঘোষ, প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার, বিপ্লব কুমার রায়, এডভোকেট বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার, সহ-সভাপতি সঞ্জীব কুমার সাহা, কানাই লাল বণিক, দীপক লাল কর্মকার, সহ-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক কাকলী নাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার দাস ও দপ্তর সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ড সনাতন কল্যাণ সংঘ-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউটন দাশসহ আরও অনেকে।

প্রধান অতিথি ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের ৯ জন কার্যকরী উপদেষ্টার নাম ঘোষণা করেন। এরপর নিতাই চন্দ্র সাহাকে সভাপতি এবং প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন কার্যকরী উপদেষ্টা বিপ্লব কুমার রায়। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণার পরপরই উপস্থিত সকল সদস্য করতালি ও উলুধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানান এবং অনুমোদন করেন। (সংযুক্তি-৫)

ড. ভৌমিক বলেন, “মন্দিরের সার্বিক উন্নয়ন ও সনাতন সমাজের ঐক্য সুদৃঢ় করতে সবাইকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। নিজ ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে কারণ সকলের মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।”

সভাপতি নিতাই চন্দ্র সাহা সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথিসহ সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিদের প্রসাদের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক (প্রায় চার শত) উপস্থিতি সমগ্র অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে রাখে। (সংযুক্তি-৬)

সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রাণবন্ত সঞ্চলনা করেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার ধর ও সহ-সভাপতি দীপক লাল কর্মকার।

ধন্যবাদান্তে-

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষে

Pbaha

প্রদীপ কুমার সাহা
দপ্তর সম্পাদক